ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১	ঃ	মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২	ঃ	নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩	ঃ	টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪	ঃ	মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫	ঃ	হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬	ঃ	চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭	ঃ	উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮	ঃ	দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯	ঃ	ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২	ঃ	ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩	ঃ	আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬	ঃ	অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১। অপরাধ ঃ

যদি মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা উক্ত আইনের অধীনে মূসক উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-

- যে কোন উপায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট (VAT-Value Added Tax) ফাঁকি দেন, অথবা,
- কর ফাঁকি প্রদানে সহায়তা করেন, অথবা,
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, এর যে কোন ধারা, বা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর যে কোন বিধি, বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রণীত অন্য কোন বিধিমালা বা আদেশ, বা অন্য কোন মূসক দপ্তরের আদেশ লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করেন,

- তবে তা মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

২। শাস্তির ধরণ ঃ

- কোন ব্যক্তি কর ফাঁকি বা আইনের কোন ধারা, কোন বিধি বা কোন আদেশ ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধের ধরণ অনুসারে নিচের এক বা একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান মূসক আইনে রয়েছে, যথা-
  - পণ্য বা সেবা আটক ও বাজেয়াপ্তি,
  - অর্থদণ্ড বা জরিমানা আরোপ,
  - অপরিশোধিত করের উপর সুদ আদায়,
  - ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধকরণ,
  - মূসক নিবন্ধন বাতিলকরণ,
  - অবৈধ রেয়াত বাতিল বা সমন্বয়করণ,
  - গ্রেফতার করা ও কারাদণ্ড প্রদান,
  - সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ।
- কর ফাঁকির ক্ষেত্রে এসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফাঁকিকৃত কর পরিশোধ করতে হয়।

৩। মূসক ফাঁকি বা কর ফাঁকি ঃ

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের (করদাতার) কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যদি যথাযথ কর পরিশোধ ব্যতিরেকে পণ্য খালাস/সরবরাহ করে বা সেবা প্রদান করে তবে তা মূসক ফাঁকি বা কর ফাঁকি বলে গণ্য করা হয়।

৪। অভিযোগ দায়ের ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২০ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মূসক কর্মকর্তা অর্থাৎ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (পূর্বতন ইন্সপেক্টর) বা তার চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কর ফাঁকি বা অনিয়মের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

৫। বিচারকারী বা ন্যায়-নির্ণয়কারী মূসক কর্মকর্তা ঃ

- করদাতার অবস্থান যে মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগ বা কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রে সেই সার্কেল, বিভাগ বা কমিশনারেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ব্যতীত) বিচার বা ন্যায়-নির্ণয়ণের কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত;
- কর ফাঁকির অভিযোগ দায়েরকারী কর্মকর্তা নিজে উক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচার বা ন্যায়-নির্ণয়ণের কাজ করতে পারেন না, তিনি বিচারের জন্য অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়ে থাকেন;
- কর ফাঁকির অভিযোগের ক্ষেত্রে (পণ্য বা সেবা আটক হোক বা না হোক) ফাঁকি সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার মূল্য অনুযায়ী (তার সাথে আটক বাহনের মূল্য ব্যতিরেকে) বিচারকারী বা ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্মকর্তা নির্ধারিত হয়ে থাকেন। পণ্য বা সেবার মূল্য অনুযায়ী (তার সাথে আটক বাহনের মূল্য ব্যতিরেকে) বিচারকারী বা ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্মকর্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিচের ছকটি লক্ষ্যণীয় ঃ

পণ্য বা সেবার মূল্য	বিচারকারী বা ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্মকর্তার পদমর্যাদা
এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত	রাজস্ব কর্মকর্তা (পূর্বতন সুপারিনটেনডেন্ট)
তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত	সহকারী কমিশনার
পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	উপ-কমিশনার
দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	যুগ্ম-কমিশনার
পনের লক্ষ টাকা পর্যন্ত	অতিরিক্ত কমিশনার
পনের লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	কমিশনার

- যেক্ষেত্রে, কর ফাঁকি সংঘটিত হয়নি, কিন্তু আইনের কোন ধারা, কোন বিধি বা কোন আদেশ ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে, এরূপ অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মূসক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার/ উপ-কমিশনার/ যুগ্ম-কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার) ন্যায়-নির্ণয়ন করেন।

- গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে তা Criminal Law Amendment Act, 1958-এর তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ হিসেবে সংশ্লিষ্ট স্পেশাল জজের আদালতে বিচারযোগ্য হতে পারে।

৬। বিচারের পদ্ধতি ঃ

- ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্মকর্তা আনীত অভিযোগ ও তার জন্য শাস্তির বিধান উল্লেখ করে করদাতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়ে করদাতার বরাবরে কারণ দর্শানো নোটিশ অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য, দলিলাদি ও বিবরণসহ জারি করেন;
- করদাতাকে বা তাঁর প্রতিনিধিকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়, প্রয়োজনবোধে অভিযোগ দায়েরকারী কর্মকর্তাকেও শুনানীতে ডাকা হয়ে থাকে;
- আনীত অভিযোগ, দলিলাদি পর্যালোচনা এবং উভয়পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ন্যায়-নির্ণয়কারী কর্মকর্তা বিচারাদেশ জারি করেন।

৭। অপরাধের ধরণ অনুযায়ী অর্থদণ্ডের পরিমাণ ঃ

অপরাধের বর্ণনা	অর্থদন্ডের পরিমাণ
(ক) নিবন্ধনের আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও আবেদন করতে ব্যর্থ হলে	অন্যূন (সর্বনিম্ন) পাঁচ হাজার টাকা থেকে অনধিক (সর্বোচ্চ) পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত।
(খ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করতে ব্যর্থ হলে	
(গ) নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যের কোন পরিবর্তন সম্পর্কে মূসক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে	
(ঘ) কোন সমনের নির্দেশ পালন ব্যর্থ হলে	
(ঙ) মূসক আইনে উল্লিখিত নথিপত্র ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পিউটার সংরক্ষণে ব্যর্থ হলে	
(চ) মূসক আইনের কোন বিধান ভংগ করলে	

অপরাধের বর্ণনা	অর্থদন্ডের পরিমাণ
(ক) মূসক চালানপত্র প্রদান না করা হলে বা অসত্য চালানপত্র ইস্যু করা হলে	(১) সংঘটিত অপরাধের কারণে কর ফাঁকি হয়ে থাকলে জড়িত করের অন্যূন সমপরিমাণ হতে অনূর্ধ্ব আড়াইগুণ পর্যন্ত। (২) কর ফাঁকি না হয়ে থাকলে অন্যূন (সর্বনিম্ন) দশ হাজার টাকা থেকে অনধিক (সর্বোচ্চ) এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
(খ) যথাযথ কর পরিশোধের বা দাখিলপত্র পেশ করার জন্য দুইবার নির্দেশ প্রাপ্তির পরও তা প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে	
(গ) অসত্য দাখিলপত্র পেশ করা হলে	
(ঘ) বিক্রয় তথ্য বা প্রদেয় মূসক লিপিবদ্ধ না করে পণ্য সরবরাহপূর্বক মূসক ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করা হলে	
(ঙ) জাল বা মিথ্যা দলিলপত্র পেশ করা হলে বা সে সব দলিলের মাধ্যমে কর ফাঁকি দিলে বা দেয়ার চেষ্টা করা হলে	
(চ) মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন তথ্য বা দলিল সরবরাহে ব্যর্থ হলে	
(ছ) সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এরূপ নথিপত্র বা রেজিস্টার বা যন্ত্র (যেমন-ECR) ধ্বংস, পরিবর্তন, অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি করা হলে বা আইনের প্রয়োজন অনুসারে সংরক্ষিত না হলে	
(জ) সজ্ঞানে মিথ্যা বিবরণ বা মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা হলে	
(ঝ) মূসক সংক্রান্ত বই বা দলিলাদি বা যন্ত্র (যেমন-ECR) পরীক্ষা বা আটক করার জন্য ব্যবসায় স্থলে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তাকে প্রবেশে বাধা প্রদান করা হলে	
(জ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কর ফাঁকিতে সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা বা সহায়তা করা হলে	

অপরাধের বর্ণনা	অর্থদন্ডের পরিমাণ
(ঞ) জাল বা ভুয়া দলিলের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা হলে	
(ট) অন্য যে কোন প্রকারে কর ফাঁকি দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে বা ফাঁকি দেয়া হলে	
(ঠ) নিবন্ধিত ব্যক্তি না হয়েও মূসক উল্লেখপূর্বক চালানপত্র দেয়া হলে	
(ড) স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান ভঙ্গ করে কিছু করা হলে	
(ঢ) চলতি হিসাবে ঋণাত্মক জের রেখে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হলে	

৮। অর্থদণ্ড ভিন্ন অন্যান্য শাস্তি ঃ

অপরাধের বর্ণনা	শাস্তি
(ক) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রদেয় কর বা উৎসে কর্তিত কর বা অর্থদন্ড বা অন্য কোন পাওনা পরিশোধে বা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে	অপরিশোধিত অর্থের উপর মাসিক দুই শতাংশ হারে অতিরিক্ত সুদসহ তা পরিশোধ করতে হয়।
(খ) উৎসে মূসক কর্তন ও জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও তা করতে ব্যর্থ হলে	অপরিশোধিত অর্থের উপর মাসিক দুই শতাংশ হারে অতিরিক্ত সুদসহ তা পরিশোধ করতে হয়। সেইসাথে কর্তনকারী, জমা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীকে অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা যায়।
(গ) দুইবার নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও কর মেয়াদ সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মূসক বা সম্পূরক শুল্ক পরিশোধে ব্যর্থ হলে, অথবা, মূসক আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) বা ধারা ৩৮ এ বর্ণিত অপরাধ ১২ মাসের মধ্যে দুইবার করলে, অথবা, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আদেশ প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে নিবন্ধিত হতে ব্যর্থ হলে	ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধকরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাতিল করা যায়।
(ঘ) মূসক আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ স্পেশাল জজের আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে	অন্যূন তিন মাস এবং অনূর্ধ্ব দুই বছর কারাদন্ড, বা জড়িত করের অন্যূন সমপরিমাণ হতে অনূর্ধ্ব আড়াইগুণ পর্যন্ত অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ড, অথবা, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক বা বাজেয়াপ্তকরণ

৯। আপীল ও আপীলাত কর্তৃপক্ষ ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন কোন কর্মকর্তার জারিকৃত ন্যায়নির্ণয়ন আদেশের বা অন্য যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত উর্ধ্বতন আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি পরিপালন সাপেক্ষে আবেদন করা যাবে। মূসক আইনে আপীলাত কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ:

যে কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হবে	আপীলাত কর্তৃপক্ষ
অতিরিক্ত কমিশনার বা তার নিম্ন পদমর্যাদার কোন মূসক কর্মকর্তা	কমিশনার (আপীল)
কমিশনার পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা বা কমিশনার (আপীল)	আপীলাত ট্রাইব্যুনাল
আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ

১০। আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তির সময়সীমা ঃ

আপীল দায়ের ঃ

আদেশ বা সিদ্ধান্ত জারির নব্বই দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে যথাযথ আপীলাত কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল দায়ের করতে হবে। তবে আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে এবং কমিশনার (আপীল) এর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উক্ত নব্বই দিন মেয়াদের পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে পারবেন।

আপীল নিষ্পত্তি ঃ

কমিশনার, আপীল বা ক্ষেত্রমতে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীল গ্রহণের নয় মাসের মধ্যে আপীলের নিষ্পত্তি করবেন, অন্যথায় আপীল মঞ্জুর বলে বিবেচিত হবে।

১১। আপীল গ্রহণের পূর্বশর্তঃ

আপীল দায়েরের পূর্বে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে দাবীকৃত কর এর দশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ, বা দাবীকৃত কর না থাকলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক চালানের কপি আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হয়।

১২। পণ্য বা সেবার সাথে আটক কন্টেইনার ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা ঃ

- পণ্যের সাথে প্রাপ্ত সকল বস্তুসহ কন্টেইনার এবং যানবাহন বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে;
- যানবাহনের বা পণ্যের মালিক কোন প্রকার আবেদন না করলে ন্যায়-নির্ণয়নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা মূসক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে;
- ন্যায়-নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় বিধি মোতাবেক যানবাহন অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করা যাবে;
- যানবাহনের বা পণ্যের মালিক মূসক ফরম-৫ক এ অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক যানবাহন ছাড় করার আবেদন করলে ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা উক্ত যানবাহন আবেদন প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে ছাড় প্রদান করবেন;
- ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তির বিকল্প হিসাবে পণ্যের মূল্য, জড়িত শুল্ক-করাদি বিবেচনায় যথোপযুক্ত জরিমানা আরোপপূর্বক উক্ত পণ্য বিমোচনের সুযোগ দিতে পারবেন;
- আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের ক্ষেত্রে কোন বিমোচনের সুযোগ নেই।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।